R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228 Regd. No.—WB/MSD—4

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন

রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ ফোন নং-৬৬-২২৮

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** (দাদাঠাকুর)

এপিকের গো-খাদ্য **সুপার হিমুলদানা** এবং মুরগী, মাছের খাদ্য বিক্রেতা

পুরুষোত্তম খাদ্য ভাণ্ডার

(ওয়েষ্ট বেঙ্গল ডেয়ারী পোলট্রি ডেভেলপমেণ্ট করপোরেশন লিঃ অনুমোদিত)

মিঞাপুর কালী মন্দিরের সম্মুখে

পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৮১শ বর্ষ ২৭শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১লা কার্ত্তিক বুধবার, ১৪০১ সাল। ১৯শে অক্টোবর, ১৯৯৪ সাল। | নগদ মূল্য ঃ ৫০ পয়সা বার্ষিক ২৫ টাকা

রঘুনাথগঞ্জ বাস টার্মিনাস—সেক্রেটারী মিউনিসিপ্যাল এ্যাফেয়ার্স পরিকল্পিত জমি সরজমিনে দেখে গেলেন

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ জঙ্গিপুরের পুরপতির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ভাগীরথীতে সেতু, রঘুনাথগঞ্জে বাস টার্মিনাস, জঙ্গিপুর বাস ষ্ট্যান্ড কাম মার্কেট কমপ্লেক্স নিয়ে কথা হলে পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য বলেন—ভাগীরথী সেতুর পরিকল্পনা রাজ্য সরকার গ্রহণ করলেও তা হতে দেরী হবে। কিছুদিন পূর্বে তিনি নিজে ফরাক্কার বিধায়ক আবুল হাসনাৎ খাঁন, অরঙ্গাবাদের বিধায়ক তোয়াব আলীকে নিয়ে অর্থমন্ত্রী অসীম দাসগুপ্তের সঙ্গে সেতু প্রসঙ্গে আলোচনা করতে যান। অর্থমন্ত্রী তাঁদের বলেন—মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে তাঁরা ভাগীরথীতে জঙ্গিপুর পুরসভার দুই পারের সংযোগের প্রয়োজনীয়তা চিন্তা করে নীতিগত-ভাবে পরিকল্পনা টি গ্রহণ করেন। অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। ঠিক হয় সেতু সম্পূর্ণ হলে তার রক্ষণাবেক্ষণের খরচা তোলা হবে মাল বোঝাই যানের কাছ থেকে টোল ট্যাক্স আদায় করে। তবে কবে নাগাদ ব্রীজের কাজ শুরু হবে তা এখনই বলা যাচ্ছে না। রঘুনাথগঞ্জে বাস টার্মিনাসের ক্ষেত্রেও বেশ কিছু অসুবিধা রয়েছে বলে পুরপতি স্বীকার করেন। তিনি বলেন খড়খড়ি নদীর পূর্ব পাড়ে মেন রোডের দক্ষিণে পি ডাব্লু ডির অধিকৃত জমিটিতে বাস ষ্ট্যান্ড হবে বলে স্থির হলেও ওটি পুরসভার অধীনে না আসা পর্যন্ত কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। অর্থ এ ক্ষেত্রে সমস্যা নয়। সে টাকা মঞ্জুর হয়েই আছে। ঐ জমিটি পূর্বে ভাগীরথী সেতুর কাজে ব্যবহারের জন্য ভূমি ও ভূমি (৩য় পৃষ্ঠায়)

রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের সীমান্ত অঞ্চল সমাজবিরোধীদের মুক্তাঞ্চল জঙ্গিপুর ঃ রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের সেকেন্দ্রা, গিরিয়া, নবকান্তপুর, বাঁধের ধার, মিঠিপুর চোরাচালানকারীদের মুক্তাঞ্চল হয়ে গেছে। চোরাচালান ঘাটের অন্তর্দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে ১৭-১৯ অক্টোবর ঐসব গ্রামগুলিতে দফায় দফায় প্রচন্ড বোমার লড়াই, বাড়িঘর লুটপাট চলে। এর ফলে সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত এবং সন্ত্রস্ত। প্রশাসন ঠুঁটো জগন্নাথ। ঘটনার সূত্রপাত ১৭ অক্টোবর সকালে। খেজুরতলা চোরাচালান ঘাটের সঙ্গে মিঠিপুর বোলতলা ঘাটের দলবলের বোমাযুদ্ধ শুরু হয় বাংলাদেশে পাচার হওয়া গরু কাড়াকাড়িকে কেন্দ্র করে। দুই চোরাচালান ঘাটের সংগঠিত বাহিনী তিনদিন ধরে এই বোমাবাজী ও লুটপাট করে। প্রকাশ্যে বোমা নিয়ে দিনের বেলা ছোটাছুটি, বেআইনী পিস্তল নিয়ে সম্মুখ সমরে নেমে পড়ে। খেজুরতলা, পাতলাটোলা, বিশ্বনাথপুর, শ্রীধরপুর, নবকান্তপুর, সেকেন্দ্রা, রাধানগর সমাজবিরোধীদের হাতে চলে যায়। এখন পর্যন্ত সাধারণ মানুষের কোন ঘরবাড়ি লুটপাট হয়নি এটাই স্বস্তির। পাচারচক্রের দুই দলের চাঁইরা একে অপরের আক্রমণের লক্ষ্য—তাই ঘরবাড়ি লুটপাট হয়েছে তাঁদেরই। জানা গেছে, ১৯ অক্টোঃ রাধানগরে ম্যাক্সিম সেখের দোকান ও বাড়ি ছাড়া আরও কয়েক জনের বাড়ি লুটপাট হয়েছে। শান্তিপ্রিয় মানুষ পুলিশের কার্যকলাপ দেখে আরও সন্ত্রস্ত। পুলিশের উপস্থিতি ক্ষণিকের জন্য—রামধনুর মত উদয় হচ্ছে ঘটনার পর। কোন পুলিশ ক্যাম্প বসেনি কিংবা পুলিশ টহল দেয়নি। সাধারণ মানুষের বক্তব্য, পুলিশ এঁদের প্রচুর (৩য় পৃষ্ঠায়)

ঝড়ের দাপটে বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে ব্যাপক ক্ষতি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ৯ অক্টোবর দুপুরে প্রচন্ড এক ঝড় কালো মোষের মত ফুঁসে ঝাঁপিয়ে পড়ে বালিয়া পঞ্চায়েতের চামুন্ডা গ্রামের উপর। ঝড়ের দাপটে দুর্গাপদ মন্ডলের বাড়ী চুরমার হয়ে যায়। পত্রিকা মন্ডলের একটি গাভীর পেটে বাবলা গাছ ঢুকে গেলে গাভীটি ঘটনাস্থলেই মারা যায়। পিলকী গ্রামের ৮/১০টি বাড়ী সম্পূর্ণ ধূলি-সাৎ হয়। টিনের চাল উড়িয়ে নিয়ে যায় ঝড়ে। রামনগর প্রভৃতি বহু (শেষ পৃষ্ঠায়)

আর জি পার্টিকে মারধোরের অভিযোগে তিনজন গ্রেপ্তার

ধুলিয়ান ঃ গত ১৬ অক্টোবর স্থানীয় কাহার-পাড়ায় আর জি পার্টি জুয়া খেলার অভি-যোগে এক তাসের আসরে হানা দিলে তাদের সঙ্গে কয়েকজন যুবকের সংঘর্ষ হয়। যুবকরা অভিযোগ করেন তাঁরা সময় কাটানোর জন্য সাধারণ তাস খেলছিলেন। সে সময় তাঁদের উপর আর জি পার্টি চড়াও হয় ও তাদের টাকা পয়সা, (শেষ পৃষ্ঠায়)

৩৪নং জাতীয় সড়কে এ্যামবাসাডার ছিনতাই

আহিরণ ঃ গত ১০ অক্টোবর রাত নটা নাগাদ ফরাক্কা বাস ষ্ট্যান্ড থেকে একটি সাদা এ্যামবাসাডার (ডাব্লু বি-৫৭/৩৫২) ছ'জন যাত্রী ৬৫০০ টাকায় বহরমপুর যাবার জন্য ভাড়া করেন। গাড়ীর মালিক রাজু মুখার্জী ড্রাইভার নান্টু হালদারকে নিয়ে যাত্রীসহ বহরমপুর অভিমুখে গাড়ী ছেড়ে দিলে, সাজুর মোর পার হয়ে যাত্রীদের মধ্যে কয়েক-জন ধাক্কা দিয়ে চালককে (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার, দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?

শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।

সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।

ফোন : আর কি কি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১লা কার্তিক বুধবার, ১৪০১ সাল।

বিজয়োত্তর

মহালয়ায় দেবীপক্ষ শুরু হইয়াছিল। আজ সেই দেবীপক্ষের সমাপ্তি। ইতোমধ্যে মহিষাসুরমর্দিনী মা আবির্ভূতা হইয়াছিলেন; তিনি 'পুনরাগমনায় চ' প্রতিশ্রুতি দিয়া বিদায় লইয়াছেন। বাঙ্গালী হিন্দুর জাতীয় জীবন কয়েকটি দিনের জন্য মাতিয়া উঠিয়াছিল—'মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধব .....' —সর্বত্র মধুময়তা। অভাব, দুঃখ, দৈন্য, কষ্ট—সবকে দিন কয়েকের জন্য দাবাইয়া রাখিয়া শুধু আনন্দ পাওয়া ও দেওয়ার পালা চলিয়াছিল।

মহাদেবীর প্রস্থানে বেদনাবিধুর জনচিত্ত সর্বপ্রকার দ্বেষ-হিংসা-মতান্তর-মনান্তর ভুলিয়া পরস্পর পরস্পরকে প্রীতি-আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়াছে, শুভকামনা জানাইয়াছে নিকট ও দূরের আত্মবন্ধু তথা সর্বস্তরের মানুষকে। ৺বিজয়া তাই আন্তর প্রীতি বিনিময়ের উৎসব।

মহকুমার জনগণের সেবায় আমরা দীর্ঘদিন নিরত আছি। কত উত্থানপতনের মধ্য দিয়া পত্রিকাকে চলিতে হইয়াছে। আসিয়াছে নানা বাধা, নানা ভয়। কিন্তু সবলের হুঙ্কারে অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার আমরা করি নাই; স্বার্থচিন্তায় ও স্বার্থপূরণের জন্য অসত্য ও অন্যায়কে আমরা প্রশ্রয় দিই নাই। জনস্বার্থ পরিপন্থী বিষয়কে দ্বিধাহীন চিত্তে নিন্দা করিয়াছি এবং মানুষের মঙ্গলকেই তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমাদের ক্ষুদ্র এই সাপ্তাহিক তাহার সাধ্যমত জনসেবা করিয়া আসিয়াছে। তাই মহকুমার সর্বস্তরের মানুষের ভালবাসা আমরা অর্জন করিতে পারিয়াছি। ইহা আত্মশ্লাঘা নহে, বরং এই চিন্তাই আমাদিগকে কর্মপথে আরও অগ্রসর হইতে প্রেরণা দান করিবে।

পূজার পর আজ আমাদের পত্রিকা প্রকাশের প্রথম পর্ব বলিয়া আমরা আমাদের পাঠকবর্গ, গ্রাহক, অনুগ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা, সংবাদদাতা, হিতৈষী, পৃষ্ঠপোষক সকলকেই ৺বিজয়ার হার্দিক অভিনন্দন জানাইতেছি। দল-ধর্ম-মত নির্বিশেষে সকলের সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করিতেছি।

হারিয়ে যাওয়া মুখগুলি

বিনতাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

দুর্গাপূজা শেষ। একটু একটু শীত। হেমন্তের বাতাস। চাঁপার কলির রঙের ছোঁয়া বিকালের রোদ্দুর। গঙ্গার জল দ্রুত সরে যাচ্ছে। নদীর ঠিক কেন্দ্রে এক বিরাটকায় কচ্ছপ যেন জাগছে—বালুর চর দেখা যাচ্ছে। কার্তিক মাস। মাছ বড় সস্তা। ১ টাকায় ৫ সের। মরে যাওয়া খাল-বিলের-মাছ অবশ্য এ হিসেব ১৩৪০ সালেরও আগের।

ভাইফোঁটার পরের দিন। রঘুনাথগঞ্জে গোপাল নাট্যমন্দিরের নিবেদন—সীতা নাটক। চাটুজ্যে বাড়ীর পূব উত্তরে বালিয়া জিলার ভকতদের পোড়ো ভিটে। পাকুড়-বেল-তেঁতুল তালের আড়ালে দেবালয়—সেখানেই ষ্টেজ। টিকিট কেটে থিয়েটার। প্রথম শ্রেণী ছ' আনা, দ্বিতীয় চার আনা, তৃতীয় দু' আনা।

ষ্টেজ ম্যানেজার রাধিকাপ্রসাদ ভকত। জায়গাটি টিন দেওয়া ঘেরা। সেটা সিনেমা—রেডিওর টি-ভি তো নয়ই—যুগ নয়। সেকালে পুরুষেরা নারী চরিত্রের অভিনয় করতেন। এ সব কথা এখন বলবো। থিয়েটারের নির্দিষ্ট দিনটি এল। সুলভ ভাণ্ডারের বিশুদা আমাদের বাড়ী গিয়ে সৌজন্যের সাথে ৮ খানি ১ম শ্রেণীর পাস দিয়ে এলেন। তখন কারণটি অজানা ছিল। আজ জানি।

সে সব হারানো দিন। সুখের দিন। শুধু ভাল লাগার দিন। সীতা নাটকে লক্ষ্মণের অভিনয় করেছিলেন মাষ্টারমশায়। সুদর্শন ত্রিশ বত্রিশের উচ্চশিক্ষিত যুবক। উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে রাজকীয় বেশে মাষ্টারমশায় লক্ষ্মণের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও অগ্রজের প্রতি প্রীতির যে ভাব ফুটিয়েছিলেন তা অনুকরণযোগ্য ও অনবদ্য। এই মাষ্টারমশায়ের সাথে পরবর্তীতে এক সঙ্গে এক স্কুলে শিক্ষকতা করেছি। আবার আমি তাঁর ছাত্রও। তাঁর সেদিনের অভিনয়ের প্রসঙ্গে কোন্ শব্দ ব্যবহার করে তাঁকে প্রণতি জানাব—সেই শব্দটি অভিধানে খুঁজে পাইনি আজও। এর পরে কলকাতায় শ্রীরঙ্গমে শিশির ভাদুড়ী, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, প্রভা দেবী, মলিনা দেবীদের অভিনয় দেখেছি। উপলব্ধিও করেছি। তাতে আমার মনে হয়েছে আমার মাষ্টারমশাই রঘুনাথগঞ্জ, জঙ্গিপুরবাসীর মাষ্টারমশাই ওঁদেরই সমগোত্রীয়। এখন কাব্যে উপেক্ষিতা লক্ষ্মণবধূ ঊর্মিলার কথা। এ অভিনয় যিনি করেছিলেন তিনি পেশায় কম্পাউণ্ডার, সহজ সুন্দর মানুষ। তখন যুবক। ঊর্মিলার রূপসজ্জা—অভিনয় অশ্রুবিন্দু ও গভীর মমতাসিক্ত বিরহিনীর দীর্ঘশ্বাস আজও মনকে চঞ্চল করে ভাবায়। তারপর আজ শেষ খেয়ার যাত্রী হয়ে আরও কত অভিনয় দেখলাম, দেখছি—কিন্তু তেমনটি নয়। মাষ্টারমশায় ও কম্পাউণ্ডার বাবুর পরিচয় এতক্ষণ আড়াল করে রেখেছিলাম—আমি এবার বলি মাষ্টারমশায়—গোবিন্দপ্রসাদ গুপ্ত আর কম্পাউণ্ডারবাবু—মুক্তিপদ সরকার। সাকিম বালিঘাটা। আজ এঁরা প্রয়াত।

'অর্কেষ্ট্রা' প্রসঙ্গে

বহরমপুর থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক কবিতা ও কবিতা বিষয়ক পত্রিকা 'অর্কেষ্ট্রা'র গত জুলাই, '৯৪ (৪র্থ বর্ষ, ২য় ও ৩য় যুগ্ম) সংখ্যাটি সম্প্রতি আমরা পেয়েছি। প্রচ্ছদ, মুদ্রণ ও লেখা নির্বাচন—সব দিক দিয়ে বিচার করে 'অর্কেষ্ট্রা'কে একটি সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও উন্নতমানের কবিতা পত্রিকা হিসেবে অবশ্যিই উল্লেখ করা যায়।

'অর্কেষ্ট্রা' মূলত কবিদেরই পত্রিকা। এই পত্রিকা কবিরাই সম্পাদনা করে থাকেন এবং এই পত্রিকায় লিখেও থাকেন কবিরাই। বর্তমান সংখ্যায় দুটি কবিতা বিষয়ক গদ্য লিখেছেন দু'জন কবি—আলোক সরকার ও নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। কাব্যগ্রন্থের পর্যালোচনা করেছেন একজন কবি—নিখিলকুমার সরকার। তাছাড়া, বর্তমান সংখ্যায় প্রচুর সংখ্যক কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে রয়েছেন—মণীন্দ্র গুপ্ত, রঞ্জিত সিংহ, দেবাশিষ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবী রায়, রবি গঙ্গোপাধ্যায়, সুব্রত রুদ্র, অজিত বাইরি, রমা ঘোষ, সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ সরকার, সৈয়দ হাসমত জালাল, সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ মৈত্র, প্রশান্ত গুহ মজুমদার, অমিতেশ মাইতি, মউলি মিশ্র, স্বপ্না ঘোষ, জয়ন্ত ভৌমিক প্রমুখ। জেলার অন্যতম কবি প্রদীপেন্দু মৈত্রের সম্প্রতি পরলোকগমনে, তাঁর কয়েকটি কবিতা এই সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত করা হয়েছে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই। তাছাড়া প্রদীপেন্দু স্মরণার্থে কবি বিমল চক্রবর্তীর 'শুধু কবিতার জন্য' শীর্ষক একটি কবিতা বর্তমান সংখ্যা 'অর্কেষ্ট্রা'য় প্রকাশিত হয়েছে।

'দশক' ও 'গোষ্ঠী' নির্বিশেষে প্রখ্যাত ও প্রতিষ্ঠিত কবিদের সঙ্গে তরুণ ও প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন নতুন কবিদের কবিতা প্রকাশ—'অর্কেষ্ট্রা'র বিশেষ বৈশিষ্ট্যরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে—আমরা এ অভিমতকে আন্তরিকভাবে সমর্থন জানাই।

যোগাযোগের ঠিকানা: সৈয়দ খালেদ নৌমান সম্পাদক, অর্কেষ্ট্রা। মানসিক হাসপাতাল কোয়ার্টার্স। ডাক বহরমপুর। মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০১।

আধ্যাত্মিক সম্মেলন ও ব্যাধি দূরীকরণ অনুষ্ঠান

মনিগ্রাম : স্থানীয় ডনবস্কো (ক্যাথলিক চার্চ) স্কুলের প্রাঙ্গণে গত ১১ অক্টোবর থেকে তিনদিনের একটি আধ্যাত্মিক সম্মেলন ও ব্যাধি দূরীকরণ অনুষ্ঠান হয়। সম্মেলনে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল ঈশ্বরপ্রেমী মানুষকে প্রার্থনা ও ধ্যানের মাধ্যমে সুখ-শান্তি ও ব্যাধি নিরাময়ের শিক্ষা দেওয়া হয়। চার্চের ফাদার এন টি স্কারিয়া এই সম্মেলন পরিচালনা করেন।

সি পি এমের আচরণের প্রতিবাদে বি জে পির সভা

ধুলিয়ান : গত ১ অক্টোবর সিটুর স্থানীয় নেতা চিত্ত সরকার ও আজাদ সেখ বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগের অফিসে ঢুকে ষ্টেশন সুপারের সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ ওঠে। সিটুর নেতাদের এই অশালীন আচরণের প্রতিবাদ জানিয়ে বি জে পি গত ৫ অক্টোবর এক ধিক্কার মিছিল বার করে ও প্রতিবাদ সভা করে। সভায় বি জে পির নেতা ষষ্ঠীচরণ ঘোষ অভিযুক্তদের শাস্তি দাবী করেন। বি জে পির অভিযোগ বিদ্যুৎ সরবরাহের অফিসের কর্মীরা ষ্টেশন সুপারকে গ্রাহ্য না করে সিটুর পক্ষপুটে থেকে যা খুশি তাই করছেন। এস এস তা রোধ করতে গিয়ে নেতাদের বিরাগভাজন হন।

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পরিচালনায় বরিশাল সেবা সমিতির চশমা বিতরণ

ফরাক্কা : স্থানীয় ষ্টেট ব্যাঙ্কের পরিচালনায় বরিশাল সেবা সমিতির সহযোগিতায় দুঃস্থদের মধ্যে চশমা বিতরণ করা হয়। গত ৮ অক্টোবর ষ্টেট ব্যাঙ্ক আয়োজিত এই সভায় প্রধান অতিথি ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজার আর এন সিন্‌হা ১৩ জন দুঃস্থ ব্যক্তির হাতে চশমা তুলে দেন। সেবা সমিতির পক্ষে সন্তোষ দাস বক্তব্য রাখেন।

টেলিফোন বিভাগ পাওনা টাকা দিতে গড়িমসি করায় পুর রাস্তা বেহাল

রঘুনাথগঞ্জ : জঙ্গিপুর পৌর শহরে এস টি ডি চালু করার প্রয়োজনে টেলিফোন বিভাগ রাস্তার পাশের মাটি খুঁড়ে লাইন বসান। ফলে শহরের সমস্ত রাস্তার অবস্থা বেহাল হয়ে পড়ে। কথা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা মেরামত করতে যা খরচ হবে তা বহন করবে টেলিফোন বিভাগ। পুর কর্তৃপক্ষ যথাসময়ে ব্যয়ের এষ্টিমেট জমা দেওয়া সত্ত্বেও টেলিফোন বিভাগ টাকা না দেওয়ায় পূজার পূর্বে রাস্তাগুলি মেরামত হয়নি। পূজায় এ বছর জনসমাগম হয় আশাতিরিক্ত। কিন্তু রাস্তার বেহাল অবস্থার জন্য জনসাধারণের দুর্ভোগ বাড়ে।

জমি সরজমিনে দেখে গেলেন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রাজস্ব দপ্তর পি ডবলু ডিকে দেন। বর্তমানে পুরসভার প্রচেষ্টায় একটি উচ্চ ক্ষমতসম্পন্ন কমিশন তদন্ত করে রিপোর্ট দিয়েছেন যে রাস্তার পাশে কালীমন্দির পর্যন্ত পি ডবলু ডির প্রয়োজন, বাকী জমির কোন প্রয়োজন নেই তাঁদের। পুরপতি আর এক সাক্ষাৎকারে জানান ঐ রিপোর্ট পাবার পর আইনগত কিছু ব্যাপারের নিষ্পত্তির সাথে সাথে উক্ত জমি পুরসভার হাতে এসে যাবে। জমি হস্তান্তর হয়ে গেলে পরিকল্পিত বাস টার্মিনাসের কাজ শেষ হতে তেমন কিছু সময় লাগবে না। অপরদিকে জঙ্গিপুর বাসষ্ট্যাণ্ড কাম মার্কেট কমপ্লেক্সের জন্য পি ডবলু ডি মাঠের সামনে মেনরোডের পশ্চিমে ৩১-৭৪ শতক জায়গা কেনা হয়েছিল, আরো ২৫ শতক জায়গার প্রয়োজন ছিল। সেটিও কেনা হয়েছে। মাটি ভরাটের কাজও শেষ হয়েছে। এখন পরিকল্পনার কাজ শুরুর জন্য টেণ্ডারও হয়ে গেছে বলে পুরপতি জানান। তিনি বলেন এপার ওপারের দুটি পরিকল্পনা রয়েছে। রঘুনাথগঞ্জ পারে জমি হস্তান্তর নিয়ে দেরী আছে বলেই জঙ্গিপুরের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। এর পর পুরপতিকে ওয়াটার সাপ্লাই এর অগ্রগতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন—জঙ্গিপুর পারের কাজ শেষ হওয়ার মুখে আশা করা যায় '৯৪ এর মধ্যেই জল দেওয়া শুরু করা সম্ভব হবে। রঘুনাথগঞ্জের ব্যাপারে উল্লেখ করার মত কোন উন্নতি হয়নি। পুরসভা এ নিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অন্যান্য উন্নয়ণ কিছু হচ্ছে কিনা প্রশ্ন করলে মৃগাঙ্কবাবু বলেন—বর্তমান পুরবোর্ডের চেষ্টায় দুপারে শ্মশানেই আধুনিক উড্‌বেসড্‌ চুল্লী চালু হয়েছে। প্রায় ৬০ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়। সম্প্রতি ন্যাশান্যাল এনভাইরনমেণ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইন্‌সিটিউশন বিভাগ থেকে সুপ্রীম কোর্টের নিয়োজিত এক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টিম জল দূষণ পরীক্ষা করতে এ শহরে আসেন। তাঁরা সমীক্ষা করে এবং পুরসভার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে দূষণ কর্মসূচী অনুযায়ী পুরসভাকে মোটা অর্থ মঞ্জুরের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন বলে পুরপতি এই প্রতিবেদককে জানান। সর্বশেষ সংবাদে জানা যায় রঘুনাথগঞ্জ বাস টার্মিনাসের জন্য মনোনীত জমি পূর্ত বিভাগের কাছ থেকে হস্তান্তরের ব্যাপারে আলোচনার জন্য গত ৭ অক্টোবর বহরমপুর শহরে সেক্রেটারী অফ মিউনিসিপ্যাল এ্যাফেয়ার্স কস্তুরী গুপ্ত মেনন পূর্ত বিভাগের অফিসারদের সঙ্গে এক আলোচনায় বসেন। এই বৈঠকে পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যও যোগ দিয়ে পুর-সভার পক্ষে বক্তব্যে শহরের মানুষের উপ-

সমাজবিরোধীদের মুক্তাঞ্চল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

টাকায় কেনা। দুই রাজনৈতিক দলগুলি সুবিধামত চোরাচালানকারী দলকে মদত দিচ্ছে। স্মাগলিং চক্রের প্রচুর টাকাই প্রশাসন, রাজনৈতিক দল, বি এস এফ কাষ্টমস্‌ এঁদের পকেটে। সুতরাং কেউ চায় না এই ব্যবসা বন্ধ হোক্‌। তারপরেও, ডান-বাম কোনো সরকারই চাকরি দিতে পারছেন না। বেকা-রত্বের চরম জ্বালায় সীমান্ত অঞ্চলের যুবকরা স্মাগলিং ব্যবসায় ঢুকে পড়ছে। প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তায় নির্ভয়ে বে-আইনী আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এঁরা চলাফেরা করে। সাধারণ মানুষের বক্তব্য, গ্রামগুলিতে শান্তি ফিরিয়ে আনতে প্রশাসনের সদিচ্ছা থাকলে, চিরুণী তল্লাসী চালান যায়। বোমার মালমশলা, বে-আইনী আগ্নেয়াস্ত্র এবং দাগী সমাজবিরোধীদের গ্রেপ্তারও করা যায়। কয়েকজন যুবক জানালেন, প্রশাসন তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা না নিলে শান্তি-প্রিয় মানুষদের নিয়ে সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কথা চিন্তা করা হচ্ছে।

কারের জন্য ঐ স্থানে বাস টার্মিনাসের প্রয়ো-জনীয়তা বুঝিয়ে বলেন। শ্রীমতী গুপ্ত মেনন পূর্ত বিভাগের অফিসারদের নিয়ে ঐ দিন বিকালে রঘুনাথগঞ্জে এসে মনোনীত জায়গাটি পরিদর্শন করেন। পরে পুর অফিসে কিছুক্ষণ আলোচনায় বসেন। ওখানে স্থির হয় পূর্ত বিভাগ আগামী ১৫ নভেম্বরের মধ্যে হস্তান্তর সম্বন্ধে তাঁদের মতামত সেক্রেটারী মিউনিসি-প্যাল এ্যাফেয়ার্সের দপ্তরে জানিয়ে দেবেন। পূর্ত অফিসারদের মতে ভাগীরথী সেতু তৈরী হলে যে পথটি তার উপর দিয়ে আসবে তার সঙ্গে বাস টার্মিনাসের সংযোগের জন্যে গঙ্গা ব্যারেজ কলোনীর যাবার মুখে প্রধান সড়ক থেকে একটি ঘোরানো পথ রাখতে হবে, যা টার্মিনাসের মধ্যে একদিক দিয়ে ঘুরে আর একদিক দিয়ে প্রধান রাস্তায় উঠবে। এর উত্তরে পুরপতি বলেন—আপনাদের প্রস্তাব নিশ্চয়ই চিন্তা করে দেখা হবে। কিন্তু মতামত বা প্রতিশ্রুতি দেবার পূর্বে প্রয়োজন ঐ জমি আমাদের কাছে হস্তান্তর। কথাবার্তার ভিতর দিয়ে অনুমান করা যায় ১৫ নভেম্বর ম উভয় বিভাগের মধ্যে জায়গা হস্তান্তর স গিঁট খুলে যাবে। পূর্ত বিভাগের নে জেকসন পেলেই ভূমি ও ভূমি রাজস্ব থেকে পুরসভাকে ঐ জমি হস্তান্তর পুরপতি আমাদের প্রতিনিধিকে জমি পাবার ব্যাপারে আমরা স প্রচেষ্টা চালাচ্ছি এবং আশা রা আমাদের হাতে আসবে এবং বাস টার্মিনা গড়ে তোলার কাজ আমরা শুরু করতে সক্ষম হ'ব।

প্রায় সব ডাক্তারের ছুটি মঞ্জুরের ফলে হাসপাতাল অচল

রঘুনাথগঞ্জ ঃ মহকুমা হাসপাতালে পুজোর প্রথম দিন থেকে লক্ষ্মী পুজো পর্যন্ত সময়ে তিনজন এ্যানাসথেটিষ্টসহ প্রায় সব ডাক্তার ছুটিতে থাকায় সাধারণ রোগীকেও বহরমপুর পাঠাতে হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। নবমী পুজোর দিন দু'জন ডেলিভারী রোগীর সিজারের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তিনজন এ্যানাসথেটিষ্টের সবাই ছুটিতে থাকায় রোগী দুটিকে বহরমপুর পাঠাবার ব্যবস্থা করার সময় প্রাক্তন কমিশনার অশোক সাহা জানতে পেরে নিজের প্রভাব খাটিয়ে এক রকম জোর করে ডাঃ পি এন সাহাকে বাড়ী থেকে এনে ডেলিভারী করান। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ দুর্ঘটনার রোগীকেও ভর্ত্তি করা হচ্ছে না। ডেলিভারী ওয়ার্ডে আর রোগী না নিয়ে তাঁদের বহরমপুর বা লোকাল নার্সিং হোমগুলিতে যাবার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রায় সব ডাক্তারদের একসঙ্গে ছুটি মঞ্জুর করে প্রশাসনিক কর্তা হাসপাতাল সুপার অবিবেচকের মত কাজ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। লোকাল এ্যাডভাইসারী কমিটিতে জঙ্গিপুরের পুরপতিও আছেন। তিনি এ বিষয়ে অবহিত কিনা এবং কিছু ব্যবস্থা নিয়েছেন বলে জানা যায় না।

এ্যামবাসাডার ছিনতাই (১ম পৃষ্ঠার পর)

নিয়ে চলে যায়। রাজু গোলমাল করলে যাত্রীরা রাজুর হাত পা মুখ বেঁধে তার গলায় ছুরি চালিয়ে তাকে জখম করে আহিরণ ব্রিজের কাছে সরলার মোড়ে রাস্তার ধারে ফেলে দিয়ে গাড়ী চালিয়ে চলে যায়। ওখানে ঝোপে লুকিয়ে থাকা পুলিশের এ্যামবুশ পেট্রোল গোঙানী শব্দ অনুসরণ করে রাজুকে উদ্ধার করে। এদিকে এ্যামবাসাডারের চালক সুতি থানায় খবর দিলে থানা থেকে মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন থানায় ওয়ারলেসে খবর দেওয়া হয়। রাজু মুখার্জীকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে আশংকাজনক অবস্থায় নিয়ে গেলে তাঁকে বহরমপুর হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। হাইজ্যাক করা গাড়ীটিকে রাত ১টা নাগাদ রেজিনগর থানার পুলিশ পরিত্যক্ত অবস্থায় রাস্তা থেকে উদ্ধার করে। কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি।

তিনজন গ্রেপ্তার (১ম পৃষ্ঠার পর)

হাতঘড়ি কেড়ে নেয়। পরে আর জি পার্টি স্থানীয় থানায় তাদের মারধোর করা হয়েছে বলে অভিযোগ দায়ের করলে তিনজন যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। এরা স্থানীয় সি পি এমের শ্রমিক নেতা অমল চক্রবর্ত্তী, শচীন দাস ও বনমালী দাস। এঁদের পরে ছেড়ে দেওয়া হয়।

সিটুর ব্লক সম্মেলন

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ১ অক্টোবর জঙ্গিপুর পৌর ভবন কক্ষে সিটুর ২য় ব্লক সম্মেলন বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। বিগত দু' মাস ধরে গ্যাট চুক্তি ও কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী শিল্প নীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার অভিযান চালানোর পর ব্লকের সিটু কর্মীরা এই সম্মেলনে মিলিত হন। পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদান ও উদ্বোধনী ভাষণের মধ্য দিয়ে জেলা সম্পাদক তুষার দে সম্মেলনের শুরু করেন। তিনি গ্যাট চুক্তির সর্বনাশা দিক বুঝিয়ে বলে শ্রমিকদের সর্বশক্তি নিয়ে তার প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সামিল হতে আহ্বান জানান। স্থানীয় নেতা পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য এবং পৌর কর্মী সমিতির শৈলেন মুখার্জী তাঁদের ভাষণে কেন্দ্রীয় সরকারের বিপজ্জনক শিল্পনীতির ব্যাখ্যা করে সমস্ত শ্রমিক শ্রেণীকে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ডাক দেন। বিদায়ী সম্পাদক উদয় ঘোষ সম্পাদকীয় রিপোর্ট দিলে ১৩টি ইউনিয়ন তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ৪০০ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে উদয় ঘোষ সম্পাদক, শত্রুঘ্ন সরকার কোষাধ্যক্ষ ও পূর্ণচন্দ্র গোঁচীকি সভাপতি করে একটি কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

ঝড়ের দাপটে বালিয়া (১ম পৃষ্ঠার পর)

গ্রামের আম লিচুর গাছ তছনছ করে বাগানের ক্ষতি করে। দুটি শিশু ঘরের প্রাচীর চাপা পড়ে আহত হলে তাদের আশংকাজনক অবস্থায় বহরমপুর হাসপাতালে পাঠানো হয়। পঞ্চায়েত প্রধান আবদুস রাজ্জাক বাড়ী বাড়ী গিয়ে ক্ষয়ক্ষতি পর্যবেক্ষণ করেন। বিডিও আহতদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। মহকুমা শাসক বালিয়া পঞ্চায়েত অফিসে এসে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রিপল প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করেন বলে জানা যায়। অরঙ্গাবাদ থেকে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে ভারত সেবাশ্রম সংঘ ওষুধ, খাদ্য ও বস্ত্র নিয়ে ঐ এলাকার গ্রামে গ্রামে ঘোরেন। তাঁরা গৃহস্থপিছু ১২ কেজি চাল, ডাল, বস্ত্র ও গৃহ নির্মাণের আর্থিক সাহায্য ছাড়া শিশুদের মধ্যে দুধও বিলি করেন।

শিক্ষকরা প্রায় দিনই স্কুল আসেন না

জঙ্গিপুর ঃ রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের সেকেন্দ্রা অঞ্চলের রামদেবপুর প্রাথমিক স্কুলে ডামাডোল চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই স্কুলে এক জন প্রধান শিক্ষকসহ তিনজন শিক্ষক থাকলেও কেউ ঠিক সময়ে স্কুল আসেন না। গ্রামের মানুষ প্রধান শিক্ষককে চাপ দিয়েও কিছু করে উঠতে পারেননি বলে অভিযোগ উঠেছে।

হক ফার্মেসী

রঘুনাথগঞ্জ (গাড়ীঘাট) মুর্শিদাবাদ

(বৃহস্পতিবার বন্ধ)

নিম্নলিখিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।

১। জেনারেল সার্জেন।
২। স্নায়ু ও মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ।
৩। ক, কান ও গলা বিশেষজ্ঞ।
৪। ও মুখ রোগ বিশেষজ্ঞ।
৫। ত ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ।
৬। শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ।
৭। চক্ষু রোগ বিশেষজ্ঞ।
৮। চর্ম, যৌন ও কুষ্ঠ রোগ বিশেষজ্ঞ।

বিঃ দ্রঃ—এছাড়া অন্যান্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তালিকা পরে জানানো হবে।

বাঘড়া নন্দী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ॥ গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ২২৯

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানি জোড়, পাঞ্জাবির কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।